দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 18 JUL 1986
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

089

শিক্ষাঙ্গন

'মিঠাই খাইব কোথায় পাইব'

গণতন্ত্রকে যদি কোন নীতি হিসেবে ধরে নেয়া হয় তাহলে বলতেই হয় যে, আমাদের দেশটা অশিক্ষিত লোকের দেশ। আসলেও তাই, কারণ, আমাদের দেশের শতকরা ৮০ জন লোকই অশিক্ষিত। এখন প্রশ্ন হচ্ছে এই অশিক্ষিত পশুর সমান মানুষের দেশটাকে কি ভাবে কোন পদ্ধতিতে শিক্ষা দান করে শিক্ষিত করে তোলা যায়?

শিক্ষাদান করা যায় দুই পদ্ধতিতে, প্রথমটি আক্ষরিক মাধ্যমে দ্বিতীয়টি অনাক্ষরিক মাধ্যমে। আক্ষরিক মাধ্যমটিকে বলা হয় ফরমাল বা প্রতিষ্ঠানিক শিক্ষা যা স্কুল-কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমে দেয়া হয়ে থাকে আর অনাক্ষরিক শিক্ষাকে বলা হয় ভোকেশনাল বা পেশার মাধ্যমে যে শিক্ষা দেয়া হয়ে থাকে। প্রথম পদ্ধতির শিক্ষাটি তুলনামূলকভাবে ব্যাপক হয়ে থাকলেও আমাদের দেশে দ্বিতীয় পদ্ধতির শিক্ষা অত ব্যাপক নয়। সে কারণেই দেশে অশিক্ষিতের সংখ্যা কিছুতেই— কমছে না।

যা হোক পেশাভিত্তিক শিক্ষা মাধ্যমের আরো কয়েকটি পথ আজ কাল অনেকে খুঁজে পেয়েছেন বলে দাবী করা হয়। যেমন, বিনোদন। বিনোদনের মাধ্যমেও দ্রুত শিক্ষা প্রদান করা সম্ভব। পেশাগত শিক্ষা পদ্ধতি যেমন একজন কৃষক তার লাঙ্গল-যোঁয়াল, মই, প্রভৃতির প্রত্যেকটির নাম সে জানে। কিন্তু তার জানা নাম গুলি সে অক্ষরে ধারণ করতে পারে না। কারণ অক্ষরের সঙ্গে ঐ কৃষকের কোন পরিচয় ঘটেনি। কাজেই লাঙ্গলকে চিনলেও সে লাঙ্গল শব্দটি চেনে না। এখানে কৃষকের সঙ্গে তার লাঙ্গল ও লাঙ্গল শব্দটির অক্ষরগুলির সঙ্গে পরিচয় ঘটিয়ে দিতে পারলেই কৃষকটি শিক্ষিত হয়ে উঠতে পারে।

সমভাবে— কারিগরী শিক্ষার ব্যাপারটি আসে। একজন সাইকেল বা মটর মেকানিক কিংবা একজন মজুর বা রাজমিস্ত্রী। তারা প্রত্যেকেই তাদের ব্যবহৃত উপাদানগুলি চেনে তার নামও জানে কিন্তু ঐ সকল উপাঙ্গের শাব্দিক অক্ষর মালার সঙ্গে তারা একই রূপে পরিচিত নয়। আক্ষরিক বা শাব্দিক পরিচয় ঘটলে সকল শ্রেণীর অশিক্ষিত কারিগররাও অচিরেই শিক্ষিত হয়ে উঠতে পারে।

অন্য একটি পদ্ধতি হতে পারে বিনোদন। এই বিনোদনমূলক পদ্ধতির আরোও দুটি পার্থক্য রয়েছে তার একটি— নৃত্যগীত যেমন চলচ্চিত্র নাটক' প্রভৃতি। অপরটি— পুঁথি সাহিত্য, কিচ্ছা-কাহিনী ও বৈঠকি গল্প। শেষোক্ত পদ্ধতিতে বিশেষতঃ নৈতিক শিক্ষা দ্রুত প্রসার লাভ করে থাকে।

কিন্তু পথ ও পদ্ধতি নিয়ে যতই খোঁজাখুঁজি করা হোক না কেন উদ্দেশ্য ততক্ষণ সফল হতে পারে না যতক্ষণ না আমরা তার জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করি। আমাদের দেশে এককালে আমতলা, জামতলা, বটতলা, নদীর ঘাট, হাটবাজারে নিত্যই পুঁথি পত্রের আসর বসতো এবং ধর্মীয় পুঁথি পত্র পাঠ করে আনন্দ এবং শিক্ষা দুই-ই দান করা হতো। চুকে যাওয়া সে পাঠ আবার আমরা শুরু করতে পারি; আবার শুরু করতে পারি মুনাই যাত্রা, ইমান যাত্রার অনুষ্ঠান। গ্রামে গঞ্জে আবার বসাতে পারি কালুগাজী চম্পাবতি, সূর্য উজ্জল কন্যা, মধুমালা মদন কুমার প্রভৃতি পুঁথি পাঠের আসর।

আধুনিককালের উপযোগী করে শিক্ষার উপর জোর দিয়ে গ্রামে গ্রামে মঞ্চায়ন করতে পারি নাটক, থিয়েটার, যাত্রা গানের পালা, নির্মাণ করতে পারি শিক্ষা ভিত্তিক গণমূখী চলচ্চিত্র। স্বল্প দৈর্ঘ্য শিক্ষামূলক লোক কাহিনী ভিত্তিক চিত্র নির্মাণ করে গ্রামে গ্রামে ব্যাপক প্রদর্শনী করতে পারি। পারি আমরা সবই কিন্তু এই বিড়ালের গলায় ঘন্টাটা বাধবে কে?

সে কারণেই দেশজোড়া অশিক্ষার কলঙ্ক নিয়ে — বিশ্বসভায় অশিক্ষিত বলে চিহ্নিত হয়েও আমরা হাত গুটিয়ে বসে থাকি। কাজেই অশিক্ষা অশিক্ষাই থেকে যায়। সে কারণেই সম্ভবতঃ আমাদের কবি লিখে গেছেন ঃ

"মিঠাই খাইব কোথায় পাইব।"

—দাউদ খশরু